দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...FEB. 0 1. 2000
পৃষ্ঠা P কলাম

32

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সমস্যা ৯

ধর্ষণ চাঁদাবাজি সন্ত্রাস সব মিলিয়ে ক্যাম্পাস এখন ক্রাইম জোনে পরিণত

সাভার থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২৮ বছর পর নতুন এক কলঙ্কিত অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৯৯৮ সালের জুন-জুলাই-আগস্ট মাসে তিনজন ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনার মাধ্যমে। যে সুনাম আর কৃতিত্বের দাবী নিয়ে শিক্ষা জীবনের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ তার যাত্রা শুরুর পর এগিয়ে চলছিল তা যেন আত্মলালিত, ঘৃণিত, অভিশপ্ত নরপশুর বিষবাষ্পের কষাঘাতে ন্যুব্জ হয়ে পড়ল অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লীলাভূমির সৌন্দর্য নিকেতন সম এ ক্যাম্পাসে মায়ের কোল থেকে উচ্চ শিক্ষা তথা আত্মশুদ্ধির জন্য যখন ফুলের মত পবিত্র মেয়েরা সুষ্ঠু পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চলছিল ঠিক তখনই তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদের উপর হিংস্র বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে একদল ছাত্র নামধারী ঘৃণ্য ব্যক্তি সমাজের নিকৃষ্টতর জীবের পরিচয় দিল। বিশ্ববিদ্যালয় হলো নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার স্থান। অথচ সদ্য ঘটে যাওয়া ছাত্রী ধর্ষণ এবং যৌন নিপীড়ন থেকে কি তাই মনে হয়? একটি দৈনিকে প্রথম ছাত্রী ধর্ষণের কথা প্রকাশিত হয়, যা পরবর্তীতে ব্যাপক আন্দোলনে রূপ নেয়। সাধারণ ছাত্রঐক্যের দুর্বার চাপের মুখে ১৯৯৮ সালের ২০ আগস্ট সত্যতা যাচাই কমিটি গঠিত হয় এবং ছাত্রী ধর্ষণ সম্পর্কে কমিটি ৩১৩ পৃষ্ঠার রিপোর্ট পেশ করেন ২১ সেপ্টেম্বর '৯৮ তারিখে। পরপর কয়েকদিন সিন্ডিকেটে এ সম্পর্কে আলোচনা ও বিচারের কার্য শুরু হলেও সঠিক রায় দিতে তাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়তে হয়েছিল। কেননা, ধর্ষণের ঘটনার প্রধান হোতা ছাত্রলীগের ক্যাডাররা ও সাধারণ ছাত্রঐক্য বিপরীতধর্মী অবস্থানে ফেলেছিল সিন্ডিকেট সদস্যদের। শেষ পর্যন্ত ২৭ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে সিন্ডিকেট ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ১৩ জনের মাঝে সাতজনকে শাস্তি প্রদান করেন। উক্ত তারিখে সিন্ডিকেটের জরুরী বৈঠকে ধর্ষণ ঘটনার সাথে সরাসরি অভিযুক্ত প্রমাণিত হওয়ায় জাবি এ্যাক্ট ৭৩-এর ১ম সংবিধির ২ (এইচ) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা এবং বিশ্ববিদ্যালয় শৃঙ্খলা বিধির ৫ নং ধারা মোতাবেক সিন্ডিকেট সর্বসম্মতিক্রমে ছাত্রলীগের জসীমউদ্দিন মানিককে বিশ্ববিদ্যালয় হতে চিরতরে বহিষ্কার, শেখ মিরাদুল ইসলামকে সরাসরি ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাকে ৩ বছরের জন্য, দেওয়ান গোলাম মোহাম্মদ ডালাসকে ৩ বছরের জন্য এবং খোন্দকার আতিকুর রহমান নাইমকে ২ বছরের জন্য বহিষ্কার করে। এছাড়া নবিউল হক রনিকে ১ বছরের জন্য সদাচরণ সাপেক্ষে বহিষ্কার আদেশ স্থগিত রাখা হয়েছে। অপর দু'জন হাফিজুর রহমান বরকত ও আনিসুর রহমান আনিসকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। অন্য ৮ জনকে সিন্ডিকেট অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় অব্যাহতি দিয়েছে। ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত সবাই ছাত্রলীগের জাবি শাখার সদস্য। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে ৩৫০ জন ছাত্রীর ধর্ষিত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল। ছাত্রী ধর্ষণের খবর তৎকালীন সময়ে পত্রপত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হওয়ায় অনেক বিরূপ প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হয়েছে। অনেক ছাত্রী পড়াশোনা ছেড়ে ফিরে গেছেন। অনেকের বিয়েও ভেঙ্গে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যত ধরনের কাজ হচ্ছে তার জন্য নিযুক্ত ঠিকাদারদের ছাত্রনেতাদের উপযুক্ত চাঁদা নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ ভবন, প্রাণিবিজ্ঞান ভবনসহ অন্যান্য ভবন তৈরীর কাজে একটি প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠনের পক্ষ হতে মোটা অংকের চাঁদা দাবী করায় কাজ বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। এছাড়া সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাসে বিভিন্ন লীজকৃত সম্পত্তির মালিকদের কাছ থেকেও সময়ে সময়ে চাঁদা দাবী করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহে নেশাগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে গেছে আশংকাজনক হারে। বিশেষ করে ফেনসিডিল এবং গাঁজা প্রকাশ্য দিবালোকে ছাত্রছাত্রীরা খাচ্ছে। এটা প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা পর্যন্ত নাজেহাল হয়েছেন।

বিগত দিনগুলোতে জাবি এ বিভিন্ন ঘটনায় যেসব তদন্ত কমিটিসমূহ হয়েছে তার মাঝে শুধুমাত্র ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত একটি কমিটি ব্যতীত আর কোন তদন্ত কমিটি রহস্যজনকভাবে তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করেনি। এমনকি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত কমিটির রিপোর্টও হাই কোর্টের এক রুলনিশি জারির ফলে স্থগিত রয়েছে। এছাড়া ১১ ডিসেম্বর '৯৮ তারিখে জাবির ১১ জন শিক্ষকসহ প্রায় ২০০ ছাত্রছাত্রী আহত হলেও এখন পর্যন্ত এ ঘটনার কোন তদন্ত হয়নি।